



ডিজিটাল ক্ষমতায়ন : পরিবর্তিত ভারতের অধিকার প্রত্যেক সরকারই মানুষের সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে এবং দেশকে বসবাসের উপযুক্ত করে তোলার প্রতিশ্রুতি

Posted On: 13 OCT 2017 2:37PM by PIB Kolkata

* পীম্ব গোয়েল

প্রত্যেক সরকারই মানুষের সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে এবং দেশকে বসবাসের উপযুক্ত করে তোলার প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে। যখন এই প্রতিশ্রুতি দুর্নীতি এবং অদক্ষতার কারণে ভঙ্গ হয়, তখন নেতৃত্বের ওপর মানুষের বিশ্বাস নড়ে যায় এবং তাঁরা উত্তর দাবি করেন। পরবর্তী নির্বাচনে সাধারণ মানুষ সরকারকে তাঁদের উত্তর দেয় এবং পরবর্তী সরকারের ওপর প্রত্যাশার বোঝা হস্তান্তরিত হয়। এরকম এক দ্বন্দ্ব এবং প্রত্যাশার পরিবেশে নরেন্দ্র মোদী সরকার ক্ষমতায় আসে। ২০১৪-র নির্বাচনের আগে ভারত দুর্নীতির বিরুদ্ধে মানুষের গণ-আন্দোলন দেখেছে। সং সরকারের জন্য এই আন্দোলনের তরঙ্গ শীর্ষেই ভারতের মানুষ শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে তাঁদের প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নির্বাচিত করেন। সাধারণ মানুষ তাঁর ওপর তাঁদের আস্থা রাখেন। তাঁর কথা যাতে কাজে রূপান্তরিত হয় এবং আমাদের সরকারের কাজের রূপরেখা নির্ধারিত হয়ে যায়। কাজের এইরূপের খাতি ছিল -অতীতের শ্রেণ পরিষ্কার করা, প্রতিশ্রুতি মতো কাজ করা এবং প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনা।

২০১৪ সালের মে মাসে মানুষ এমন এক পরিস্থিতি দেখতে চাননি যেখানে পর্দার আড়ালে সিদ্ধান্ত নেওয়া হত এবং কেবলমাত্র ‘তথ্য জানার অধিকার’-এর মাধ্যমেই সাধারণ মানুষকে এ বিষয়টি দেখতে দেওয়া হত। তথ্য জানার অধিকার আইন নাগরিকদের সরকারি কাজকর্মের ওপর নজরদারির অধিকার দেয়নি এবং অধিকার না হয়ে এটি এক সুবিধা পরিণত হয়। এই সুবিধা অধিকাংশ নাগরিকের নাগালের বাইরে, যারা পদ্ধতিগত কাজকর্ম সম্বন্ধে অবহিত নন, তাঁদের কাছে আইনের সুবিধা নাগালের বাইরে থেকে যায়। যেটা প্রয়োজন ছিল, তাকর্ম পরবর্তী কোন সুবিধা নয়, বরং ২৪ ঘণ্টা ধরে স্বচ্ছতার অধিকার। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর তত্ত্বাবধানে শক্তি, কয়লা, নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ওখনি মন্ত্রক ডিজিটাল পদ্ধতিতে বিভিন্ন ধরনের আপেক্ষিক কাজে লাগিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ, কাজের অগ্রগতি এবং লক্ষ্যমাত্রা নির্ধারণের কাজ করেছে। ফলে, পরিবর্তিত ভারতের অধিকার প্রদানের প্রধানমন্ত্রীর যে প্রতিশ্রুতি তা রূপায়ণের উদ্যোগ গতি পেয়েছে।

অন্যান্য কাজের মধ্যে আমরা গ্রাহক-বান্ধব বিভিন্ন ধরনের আপ-এর মাধ্যমে কাজকর্মে স্বচ্ছতা এনেছি। সাধারণ মানুষের মোবাইল ফোনে আমাদের প্রধান কাজগুলি প্রচারিত হয়েছে। আপনার জেলার কোন গ্রামে এখনও বিদ্যুৎ পৌঁছানি তা জানতে চান? তার জন্য ‘ GARV ’ পোর্টালে লগ-ইন করুন। আপনার বিদ্যুৎ সরবরাহকারী সংস্থা কত দাম দিয়ে বিদ্যুৎ কিনেছে তা জানতে চান? ‘ MERIT ’ পোর্টালে লগ-ইন করুন। বিদ্যুৎ ঘাটতি নিয়ে চিন্তিত আছেন? চিন্তা করবেন না। ‘ URJAMitra ’ আপনাকে আগাম নোটিশ পাঠিয়ে এ বিষয়ে তথ্য জানাবে।

TAMRA এবং TARANG নামে দুটি আপের মাধ্যমে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের রূপায়ণ বিষয়ে জানাযাবে। এর ফলে, সাধারণ মানুষ প্রকল্প রূপায়ণ ক্রটির ক্ষেত্রে সরকারকে উত্তরদায়ী করতে পারবে। এটা অনেকেই জানেন যে ২০১৪ সালের আগে খনি নিলামের ক্ষেত্রে প্রায় সম্পূর্ণ অচলারস্থা দেখা দিয়েছিল। অর্থাৎ বিগত তিন বছরে বিভিন্ন ধরনের ২৯টি খনি নিলামকরে সরকারের ১.২২ লক্ষ কোটি টাকা রাজস্ব আয় হয়েছে। TAMRA এই কাজে গতি আনবে। নির্দিষ্ট সময়ে কর্ম সম্পাদন সুনির্দিষ্ট করতে TARANG আপ আমাদের বিদ্যুৎ সঞ্চালন নেটওয়ার্কের বিস্তৃতি ঘটাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। ২০১৪-১৭-র মধ্যে বিভিন্ন ধরনের প্রকল্পের মূল্য ২০১১-১৪-র মধ্যে চালু হওয়া প্রকল্পের থেকে ৮৩ শতাংশ বেশি এবং ২০১৪-১৭-র মধ্যে ভারতের বিদ্যুৎ সঞ্চালন ক্ষমতা ৪০ শতাংশেরও বেশি বৃদ্ধি পেয়েছে।

২০১৫ সালে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর স্বাধীনতা দিবসের ভাষণে বিদ্যুতের অভাবগ্রস্ত ভারতের নাগরিকদের মনে আশা জেগে ওঠে। সেই ভাষণে প্রধানমন্ত্রী ১ হাজার দিনের মধ্যে ভারতের সবচেয়ে প্রত্যন্ত গ্রামেও বিদ্যুৎ পৌঁছে দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রার কথা ঘোষণা করেন। এই বিশাল কাজের ঘোষণায় জনস্বার্থকেই প্রাধান্য দেওয়া হয়েছিল। GARV বিদ্যুতায়নের ক্ষেত্রে গ্রাম-ভিত্তিক কাজের অগ্রগতির রিপোর্টের জন্য একটি মঞ্চের প্রয়োজনীয়তা মিটিয়েছে। এরপর, GARV-II বিভিন্ন পরিবার-ভিত্তিক বিদ্যুতায়নের তথ্য প্রচারের কাজটি সূচাররূপে সম্পন্ন করেছে। এই স্বচ্ছতা আমাদের সাধারণ মানুষের চোখে পড়েছে। ‘গতি, দক্ষতা এবং মাত্রা’-র মন্ত্রে উদ্বুদ্ধ করেছে। সাধারণ মানুষ এবং গণমাধ্যমের কাছ থেকে আমরা যেসব তথ্য পাই, আমাদের কাছে তা অত্যন্ত মূল্যবান বলে বিবেচিত হয়। GARV -এর মাধ্যমে সরকারের অনেক অর্থের সাশ্রয় হয়েছে কারণ, মনুষ্য বসতিহীন গ্রামের কথা সাংবাদিকরা এর মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। তথ্যকে আরও অর্থবহ করে তুলে GARV শুধুমাত্র গ্রাম ও পরিবারের তালিকা রাখারই এক একটি গ্রামের বিদ্যুতায়নের প্রভাব সম্পর্কে সমীক্ষা রিপোর্টও তুলে ধরেছে। সাধারণ মানুষ তৃণমূলস্তরে বিদ্যুতায়নের প্রভাব বিভিন্ন দোকান, আটা চাকি এবং খাম্বা পাতির সংখ্যা থেকে বুঝতে পেরেছে। কারণ, বিদ্যুতায়নের পর এই সংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছে।

রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলি কর্তৃক বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে আগে বহুদুর্নীতি ছিল। MERIT আপ এবং বিদ্যুৎ প্রভা বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে পদের ক্ষমতা হিলাপ করেছে এবং ব্যয় বহুলাংশে কমিয়েছে। আগামী পাঁচ বছরে MERIT বিদ্যুৎ ক্রয়ের ক্ষেত্রে এবং গ্রাহকদের বিদ্যুতের বিল মেটানোর ক্ষেত্রে ২০ হাজার কোটি টাকা সাশ্রয় করবে বলে আশা করা যায়। UDAY এবং URJA রাজ্য/শহর/রাজ্য বিদ্যুৎ পর্ষদগুলির কাজের ভিত্তিতে র্যাক্স চালু করার উদ্যোগ নিয়েছে।

UJALA আপ সারা দেশে দ্রুতগতিতে এলইডি বাস্তুপ্রচলনের ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছে। এই আপটি চালুর পিছনে একটি কাহিনী রয়েছে। কয়লা খাদান নিলাম বিষয়ে একটি পর্যালোচনা বোর্ডের শেষে এবং সুপ্রিমকোর্ট ২০৪টি কয়লা খাদান বন্টনের সিদ্ধান্ত বাতিল করে দেওয়ার পর প্রধানমন্ত্রী জিজ্ঞাসা করেছিলেন এতদিন পর্যন্ত কত এলইডি বাস্তু বন্টন করা হয়েছে? আমার কাছে তাৎক্ষণিক তথ্য ছিল না এবং আমি বলেছিলাম আমি জেনে আপনাকে জানিয়ে দেব। প্রধানমন্ত্রী তখন আমায় বলেছিলেন সমস্ত কাজ নিয়মিত নজরদারি ও দায়িত্ব অর্পণের গুরুত্বের কথা। আমি আমার দপ্তরের দলকে খুব দ্রুত এমন একটি পোর্টাল তৈরি করার কথা বলেছিলাম যেখান থেকে যে কোন সময়ে, যে কেউ বসিট এলইডি বাস্তুর সংখ্যা জানতে পারবেন। এখন থেকে শুধু যে বাস্তুর সংখ্যা জানা যাবে তাই নয়, কত পরিমাণ কার্বন নিগমিত কমানো গেছে, কতটা বিদ্যুৎ সাশ্রয় হয়েছে, গ্রাহকের বিল কতটা হ্রাস হয়েছে তাও জানা যাবে। এই আপটি সারা দেশ জুড়ে অত্যন্ত জনপ্রিয় হয়েছে এবং এলইডি বাস্তু বিতরণের কাজকে নজিরবিহীনভাবে সফল করে তুলেছে।

মাটির নিচে খনিত কি কাজ হচ্ছে, তাতে আলো ফেলেছে Mining Surveillance System (MSS) আপ। এই আপের মাধ্যমে বেআইনি খনন বিষয়ে অভিযোগ জানানো যায়, অন্যদিকে Coal Mitra আপের মাধ্যমে সবচেয়ে সুদক্ষ তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্রগুলিকে চিহ্নিত করা যায়। এছাড়া, ARUN আপের মাধ্যমে ছাদে সৌর প্যানেল বসানোর নির্দেশিকা, সরকার এ ক্ষেত্রে কি সহায়তা দেয়, এর দাম কত এবং এগুলি লাগানোর পদ্ধতি জানা যায়। এর ফলে, ভারতে ছাদে সৌর বিদ্যুতের ক্ষেত্রে এক বিপ্লব এসেছে।

কতরকমের আপ আর কত ধরনের ডাউনলোড! আচ্ছা, এই আপগুলি কিভাবে আবিষ্কৃত হয়? কি করে আমরা সাধারণ মানুষকে জানাব, যে এই ধরনের আপ রয়েছে? 1800-200-300-4 নম্বরে শুধু একটি মিসড কল দিন। এই অভিন্ন টেলিফোন সংখ্যাটির মাধ্যমে একটি লিঙ্ক পাওয়া যাবে, যা ব্যবহার করে আপনার প্রয়োজনের আপটি ডাউনলোড করতে পারবেন।

স্বচ্ছতার উদ্যোগের মাধ্যমে সাধারণ মানুষের নজরদারিক উৎসাহিত করে এবং প্রকাশ্যে তাৎক্ষণিক সরকারি তথ্য সরবরাহ করে শক্তি, কয়লা, নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও খনি মন্ত্রক সরকারি প্রতিষ্ঠানের ওপর মানুষের আস্থা ফিরিয়ে আনার ব্যবস্থা করেছে। ‘তমসো মা জ্যোতির্গম্যঃ’ (আমাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে চলো) – এই সুন্দর শ্লোকটিতেই আমাদের মন্ত্রকের নীতি-নির্দেশিকা লুকিয়ে আছে। এইসব আপগুলির মাধ্যমে আমরা গোপনীয়তা এবং দুর্নীতির অন্ধকার দূর করে সত্যতা এবং সঠিক পরিষেবার আলোর দিকে ১২৫ কোটি ভারতীয়কে নিয়ে যেতে পারব বলে আশা রাখি।

*লেখক : ভারত সরকারের শক্তি, কয়লা, নতুন এবং পুনর্নবীকরণযোগ্য শক্তি ও খনি দপ্তরের বাস্তবায়ন (স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত)

(Release ID: 1505983) Visitor Counter : 5

Background release reference

প্রত্যেক সরকারই মানুষের সেবার প্রতিশ্রুতি দিয়ে ক্ষমতায় আসে এবং দেশকে বসবাসের উপযুক্ত করে তোলার প্রতিশ্রুতি

